দৈনিক জনকণ্ঠ
তারিখ 04 JAN 1994
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

সত্যিই কি রাজপথের রাজনীতি শেষ হয়ে গেছে?

মাহফুজ সিদ্দিকী

প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ছাত্রদের পড়ার টেবিলে ফিরে যেতে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, ছাত্রদের রাজপথে আন্দোলনের দিন শেষ হয়েছে। এখন তাদের উচিত পড়ার টেবিলে ফিরে যাওয়া। প্রধানমন্ত্রী কামনা করেছেন, নতুন বছরে বই-খাতা ও কলম যেন ছাত্রদের অবলম্বন হয়।

প্রতিটি অভিভাবকই চান তার ছেলে-মেয়ে কষ্টার্জিত টাকার সদ্ব্যবহার করুক। নিয়মিত লেখাপড়া করে সময়মতো পরীক্ষা দিয়ে পাস করে বেরিয়ে আসুক এবং সংসারের জোয়াল কাঁধে নিক। পরিণত বয়সের যে ধকল তার কিছুটা হলেও ছেলে-মেয়েরা লাঘব করুক। অথবা অভিভাবক এ-ও চান যে, তার ছেলে-মেয়ে লেখাপড়া করে, সময়মতো পরীক্ষা দিয়ে, পাস করে নিজের ভবিষ্যত গড়ে তুলুক। পিতা-মাতা-অভিবাককে স্বস্তি দিক।

কিন্তু বিশেষ করে আমাদের দেশে এরূপ আশা এখন দুরাশায় পরিণত হয়েছে। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় কোনখানেই ঠিকমতো লেখাপড়া হচ্ছে না। সময়মতো পরীক্ষা হচ্ছে না। এক বছরের পরীক্ষার তারিখ গিয়ে ঠেকে অন্য বছরে। বছরের পর বছর পরীক্ষা পিছিয়ে গিয়ে সৃষ্টি হয়েছে সেসন জটের। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো পরিণত হয়েছে অস্ত্রের মহড়াস্থলে। ছাত্রদের ব্যবহার করা হচ্ছে কখনও রাজনৈতিক দলের পেশীশক্তি হিসাবে, কখনও রাজনীতিবিদদের স্বার্থ উদ্ধারে, ওপরে ওঠার সিঁড়ি হিসাবে, কখনও সন্ত্রাসী হিসাবে। এমনি করে বেশ কয়েকটি বছর ধরে ছাত্রসমাজ অশান্ত, উত্তেজিত, অবিন্যস্ত-ঠিকমতো লেখাপড়া করতে পারছে না, সময়মতো পরীক্ষা দিতে পারছে না, সেসনজট কাটিয়ে উঠতে পারছে না-ছাত্রসমাজ আজ এক নিবিড় হতাশার অন্ধকারে নিক্ষেপিত।

ছাত্রসমাজের এমন এক ক্রান্তিলগ্নে প্রধানমন্ত্রীর এ উপদেশ কতখানি বাস্তবরূপ নেবে বা কার্যকর হবে তা বলা কঠিন। কারণ, ছাত্র সমাজকে লেখাপড়া করার কথা বলার সঙ্গে আরও কিছু পদক্ষেপের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যেমন শিক্ষাঙ্গন সন্ত্রাসমুক্ত করতে হবে, ছাত্রসমাজকে রাজনৈতিক স্বার্থে রাজনৈতিক দলের লেজুড় হিসাবে ব্যবহার করা চলবে না, ছাত্রসমাজকে রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে পেশীশক্তি হিসাবে কিংবা ওপরে ওঠার সিঁড়ি হিসাবে ব্যবহার করা চলবে না-তাহলেই ছাত্রসমাজ নির্বিঘ্নে লেখাপড়ায় মন দিতে পারবে এবং শিক্ষাঙ্গন হবে শুধুমাত্র লেখাপড়ারই ক্ষেত্র।

কিন্তু প্রধানমন্ত্রী এসব দিকের কোন কথা উল্লেখ করলেন না। তিনি ছাত্রদের লেখাপড়ার উপদেশ দিয়ে বরং শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দ, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, বৃত্তির পরিমাণ ও মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি, হল নির্মাণ ও বাস প্রদানসহ বিভিন্ন কর্মসূচীর কথা উল্লেখ করলেন। যে সব সুযোগ-সুবিধার কথা প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, সেসব সুযোগ-সুবিধার প্রয়োজন যে নেই তা নয়, প্রয়োজন আছে। তবে বড় প্রয়োজন- ছাত্রসমাজকে শিক্ষার পরিবেশে ফিরিয়ে আনা। ছাত্রসমাজকে শিক্ষার পরিবেশে ফিরিয়ে আনতে শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করা, ছাত্রসমাজকে রাজনৈতিক দলের লেজুড়মুক্ত করা, স্বার্থ সিদ্ধির পেশীশক্তি হিসাবে ব্যবহার না করা, ওপরে ওঠার সিঁড়ি হিসাবে ব্যবহার না করা ইত্যাদি।

প্রধানমন্ত্রী ছাত্রদের উদ্দেশে যে মঞ্চে দাঁড়িয়ে উপদেশ দিলেন সে মঞ্চও ছিল একটি রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠনের। যে সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা এদেশেরই পররাষ্ট্রমন্ত্রী। ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে প্রধান অতিথি হিসাবে যখন প্রধানমন্ত্রী ছাত্রদের পড়ার টেবিলে ফিরে যেতে বলেছেন, তখন সেই একই মঞ্চে মন্ত্রীবর্গ ও সাংসদরা ছাত্রদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণকে পরোক্ষভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন। অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ এস এম মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, আমার রাজনৈতিক গুরু শহীদ জিয়া আমাকে ছাত্রদল গঠনের যে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তা পালন করতে পেরেছি কিনা জানি না। তবে সারা দেশে ছাত্রদলের জনপ্রিয়তা দেখে গর্বে আমার বুক ভরে ওঠে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী আবদুস সালাম তালুকদার বলেন, জনপ্রিয়তার মাপকাঠি হলো নির্বাচন। এ মাপকাঠিতে বিএনপি ও ছাত্রদল এখন শীর্ষে। আমান উল্লাহ আমান এমপি বলেন, ছাত্রদলের মৌচাক দেশবাসীকে মধু দেয়। কিন্তু ছাত্রদলকে কেউ খোঁচা দেয়ার চেষ্টা করলে তা হবে বোকামি। তখন মধুর পরিবর্তে ছাত্রদল কর্মীরা মৌমাছির মতো তাড়া করবে। ছাত্রদল সভাপতি ফজলুল হক মিলন বলেন, গণতন্ত্রের চাঁদ কোন ষড়যন্ত্রের জালে যাতে ঢাকা না পড়ে সেজন্য ছাত্রদল প্রস্তুত রয়েছে।

ছাত্রদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ নিয়ে ইতোপূর্বেও অনেক বিতর্ক হয়েছে। সরকারী-বেসরকারী পর্যায়ে আলাপ-আলোচনা হয়েছে। একপক্ষ স্বার্থহীনভাবে বলেছেন, ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা হোক। অপরপক্ষ সে প্রস্তাব স্রেফ উড়িয়ে দিয়েছেন। জাতীয় সংসদেও এক পর্যায়ে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু কোন সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি।

এটা নির্জলা সত্য যে, ছাত্রসমাজ কোনক্রমেই রাজনীতি থেকে দূরে সরে থাকতে পারে না। দেশ, দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সচেতন না থেকে সম্পূর্ণ চোখ বুঁজে থাকবে, এ হতে পারে না। ছাত্র হয়েছে বলেই ছাত্রনং অধ্যয়নং তপঃ মন্ত্র আউড়িয়ে দিনরাত বই নিয়ে ঘরে বসে থাকবে আর ডানে-বাঁয়ে, সামনে-পিছনে কী ঘটছে তা আদৌ খেয়াল করবে না তা হতে পারে না। অন্তত আমাদের মতো গরিব দেশে এটা সম্ভব নয়। এসব সম্ভব শুধু সেই সব দেশে, যে দেশে অর্থ-সম্পদের কোন অভাব নেই। অঢেল অর্থ-সম্পদ। কিন্তু আমার দেশের একটি ছেলে জানে তার বাবা কত কষ্ট করে লেখাপড়ার খরচ যোগাড় করছেন। সে জানে এদেশের মানুষের অবস্থার কথা, অর্থনীতির কথা, এদেশের মানুষের মাথাপিছু আয়ের কথা। অভাব-অনটন-দুঃখ-দারিদ্র্য সর্বক্ষণ তাকে তাড়া করে ফেরে, সে কি করে চুপ করে থাকবে, সে কি করে কোন কিছু না বলে কোন কিছু না করে চার দেয়ালের একটি প্রকোষ্ঠে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখবে? রাখতে পারে না, এ অসম্ভব। আর এ জন্যেই ছাত্রসমাজ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

'৯০-এ স্বৈরশাসকের পতনে যে আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছিল, আজ সর্বজনস্বীকৃত, সে আন্দোলনের পুরোধা ছিল ছাত্রসমাজ। ছাত্রসমাজ সেদিন যদি ঐক্যবদ্ধভাবে সিংহের মতো আন্দোলনে কাঁপিয়ে না পড়তো তাহলে স্বৈরশাসকের পতন হতো কিনা সন্দেহ। সে আন্দোলনে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও রাজনৈতিক দলগুলো যে ছিল না তা নয়। ছিল তারাও। কিন্তু যেহেতু ছাত্রসমাজ যুবক, টগবগে রক্ত তাদের দেহে, যেহেতু তারুণ্যের বেগে তারা বেগবান সেহেতু তারা রাজনৈতিক দলগুলোর চাইতে দৃঢ়, ঋজু, শক্তিমান ও সাহসী। এই বীর অকুতোভয় ছাত্রসমাজ মৃত্যুকে তুচ্ছ করে বুক চিতিয়ে ক্রমান্বয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেছে। এই সাহসী বীরদের অগ্নিশপথের কাছে সেদিন স্বৈরশাসক মাথানত করতে বাধ্য হয়েছে, বাধ্য হয়েছে আসন ছেড়ে দিতে।

শুধু স্বৈরশাসকের পতনের আন্দোলনেই নয়। মাতৃভাষা বাংলাকে প্রতিষ্ঠার জন্যে, ভাষার মর্যাদার জন্যে, ছাত্রসমাজ দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলেছিল, ঝরিয়েছিল বুকের তাজা রক্ত। সেদিন বরকত, সালাম, রফিক, জব্বার শহীদ হয়েছিল। '৫৪-র সাধারণ নির্বাচনে তৎকালীন মুসলিম লীগ সরকারের পতন ঘটিয়ে বিজয়ী করেছিল হক-ভাসানী- সোহরাওয়ার্দীর যুক্তফ্রন্টকে। '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে বিতাড়িত করেছিল এক দশকের সামরিক শাসক আইয়ুব খানকে এবং '৭১-এ সম্মুখ সমরে দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ করে স্বাধীন করেছিল এ দেশ।

ছাত্রসমাজ সদা জাগ্রত, সর্ববিষয়ে সচেতন। যখনই প্রয়োজন হয়েছে, জাতির ডাকে সাড়া দিয়েছে, মৃত্যুকে উপেক্ষা করে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে-লক্ষ্য অর্জন না হওয়া পর্যন্ত কখনও পিছপা হয়নি। কিন্তু তাই বলে লেখাপড়া ছাড়েনি। লেখাপড়া জলাঞ্জলি দিয়ে, শিক্ষাঙ্গন ছেড়ে দিয়ে শুধু আন্দোলন- সংগ্রাম করে সময় কাটিয়েছে, এ দৃষ্টান্ত বিরল। ইতিহাস ঘাঁটলে ১৯৫২, '৫৪, '৬৯, '৭১ এবং '৯০ এ যারা আন্দোলনে জড়িত ছিল তারা লেখাপড়ায় এগুতে পারেনি-এমন একজনও খুঁজে পাওয়া যাবে না। বরং পাওয়া যাবে যে, যারা আন্দোলন করেছে তারা লেখাপড়াও করেছে এবং এক সময়ে পাস করে বের হয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠাও লাভ করেছে।

সুতরাং জাতির প্রয়োজনে আন্দোলন-সংগ্রামে নামলে, অধিকার আদায়ে সোচ্চার হলেই যে লেখাপড়ার ক্ষতি হয়ে যাবে, এমন কথা হলফ করে বলা ঠিক নয়। বরং একজন সচেতন নাগরিক, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী, উকিল, বুদ্ধিজীবী ও শ্রমিকের মতো একজন সচেতন শিক্ষিত ব্যক্তি হিসাবে একজন ছাত্রকেও দেশ সম্পর্কে ভাবতে হবে ও জাতির প্রয়োজনে সাড়া দিতে হবে এবং এ যাবতকাল ছাত্রসমাজ তাই-ই করে আসছে। সুতরাং প্রধানমন্ত্রী যে বললেন, রাজপথের আন্দোলনের দিন শেষ এবার পড়ার টেবিলে ফিরে যাও এ কথাগুলোকে পূর্বোক্ত পটভূমিতে রেখে বিবেচনা করতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর এ কথাকে রাজনৈতিক বাগাড়ম্বর, কিংবা রাজনৈতিক প্রপাগান্ডা কিংবা রাজনৈতিক বুলি হিসাবে ধরা ঠিক হবে না। তবে প্রধানমন্ত্রীর এ কথাকে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্যের জবাবও বলা যেতে পারে। বিরোধী দলীয় নেত্রী এই সেদিন বলেছিলেন যে, রাজপথ এখন আমাদের দখলে। যদি বিরোধী দলীয় নেত্রীর বক্তব্যের জবাবে উচ্চারিত হয়ে থাকে প্রধানমন্ত্রীর কথাগুলো তাহলে এটাকে রাজনৈতিক পাল্টা জবাব হিসাবেই কেউ কেউ ধরে নিতে পারে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী তাঁর উপলব্ধি থেকে নয় নিছক রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের পাল্টা জবাব হিসাবেই কথাগুলো বলেছেন-এমন কথা ভাবা যায় কি?

ছাত্র সমাজ সঠিক পথে
চলতে জানে বটে
আটকে তাদের রাখবে কত
মিথ্যা সেশন জটে!

ছড়া ঃ ইউসুফ পাশা
কার্টুন ঃ এসএম শামসুদ্দিন